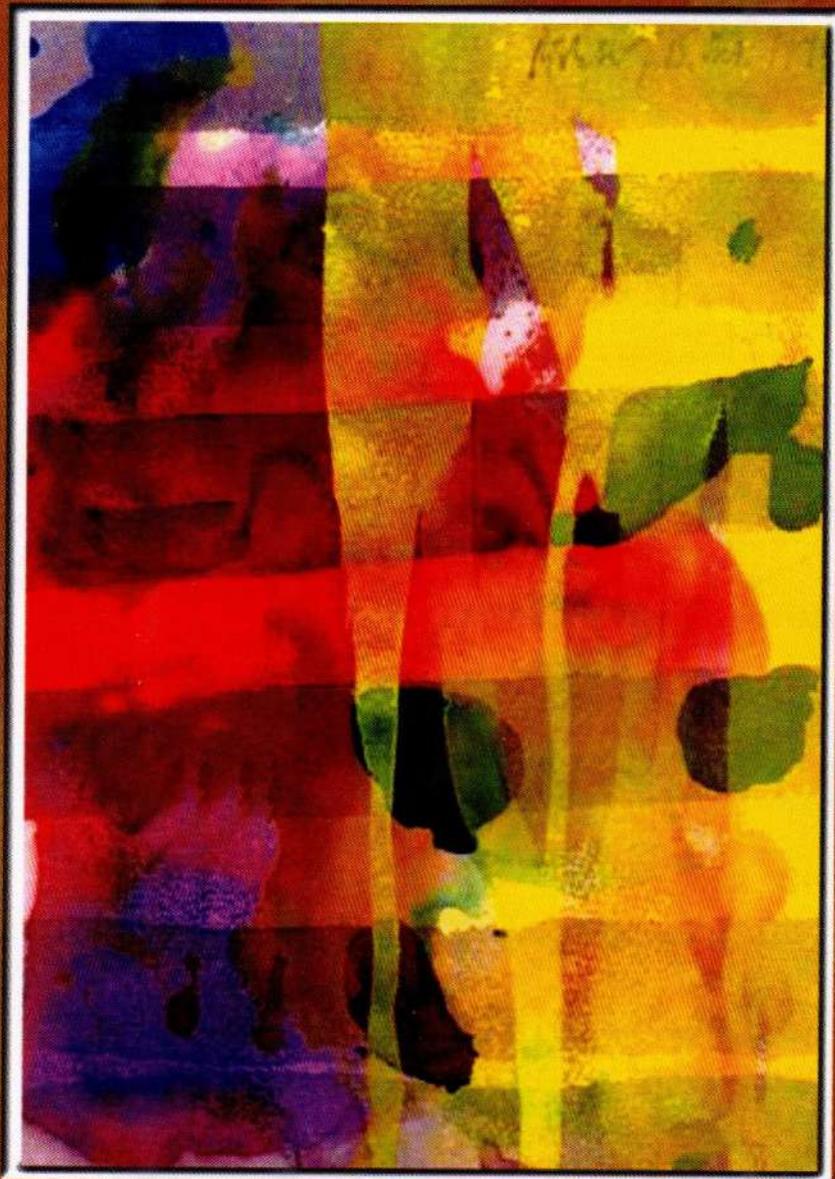


ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥେବ ସାହିତ୍ୟତ୍ତମ

ଅନ୍ୟ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ



ଦୀପକ୍ଷର ମଲ୍ଲିକ

বিষয় সূচি

রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ

সাহিত্যের তাৎপর্য

১. ‘কিন্তু রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যের মহামূল্য।’	৭
২. ‘সাহিত্য বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিস দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি, দ্বিতীয়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতখানি।’	৯
৩. ‘চিত্র ও সংগীত সাহিত্যের প্রধান উপকরণ।’	১২
৪. ‘সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে, তাহা দৈববাণী।’	১৪
৫. ‘অরূপকে বৃপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করা চাই।’	১৭
৬. ‘কবির কল্পসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয়, ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিত্থিপ্তি বাড়ে।’	১৯
৭. ‘হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।’	২২
৮. ‘সাহিত্যের তাৎপর্য’ সম্পর্কে নন্দনতাত্ত্বিকের বক্তব্য	২৫

সাহিত্যের বিচারক

১. ‘সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না।’	২৯
২. ‘জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা। সেই উপরতলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।’	৩১
৩. ‘সাহিত্যের বিচারও সাহিত্যের সৃজন।’	৩৩
৪. ‘মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে।’	৩৬
৫. ‘সাহিত্যের বিচারক’ সম্পর্কে নন্দনতাত্ত্বিকের বক্তব্য	৪০

১. ‘সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে।’/‘যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপভোগীর কাছে নহে।’/‘গড়িয়া তুলিতে সংযম দরকার হয়, নষ্ট করিতে অসংযম।’	৪২
২. আধুনিক কবি বলিয়াছেন ‘Truth is beauty, Beauty is truth’।	৪৪
৩. ‘সৌন্দর্যমূর্তি মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গল মূর্তি সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।’	৪৭
৪. মানুষকে যদি পুরা করিয়া তুলিতে হয় তবে সৌন্দর্যচর্চাকে ফাঁকি দেওয়া চলে না।	৫০
৫. ‘যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে।’	৫৫
৬. তিনিই রস; এই রসকে পাইয়াই মানুষ আনন্দিত হয়।	৫৮
৭. ‘সাহিত্যের সৌন্দর্যবোধ’ সম্পর্কে নন্দনতাত্ত্বিকের বক্তব্য	৬০

মূল প্রবন্ধ

৬৫

সাহিত্যের তাৎপর্য

৬৫

সাহিত্যের বিচারক

৬৮

সৌন্দর্যবোধ

৭৫

সংযোজন

৯২